بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৫ জানুয়ারি, ২০২৪ মোতাবেক ০৫ সুলাহ্, ১৪০৩ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ পাঠ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ

الْعَظِيمُ (সূরা সাফ্ফ: ১১-১৩)

এই আয়াতগুলোর অনুবাদ হলো, হে, যারা ঈমান এনেছো! আমি কি তোমাদের এমন এক বাণিজ্যের সংবাদ দেবো যা তোমাদের এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? তোমরা যারা আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করো আর আল্লাহ্র পথে নিজেদের ধনসম্পদ এবং প্রাণের মাধ্যমে জিহাদ করো, এটি তোমাদের জন্য অনেক উত্তম, যদি তোমরা জ্ঞান রাখো। তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন আর তোমাদের এমনসব জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যেগুলোর পাশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হয়। আর এমনসব পবিত্র ঘরেও (প্রবেশ করাবেন) যেগুলো চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহে রয়েছে। এটি অনেক বড় সফলতা।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেমনটি এক জায়গায় বলেছেন যে, আমিও মূসায়ী মসীহ্র পদাঙ্কে প্রেরিত হয়েছি। আর যেভাবে হযরত ঈসা (আ.) দয়া ও ক্ষমার শিক্ষা প্রদান করেছিলেন আমিও দয়া ও ক্ষমা এবং সন্ধি ও মৈত্রীর ইসলামী শিক্ষাসহ মুহাম্মদী মসীহ্ হিসেবে প্রেরিত হয়েছি আর ধর্মীয় যুদ্ধের অবসানের জন্য এসেছি। আর এই যুগ এখন পবিত্র কুরআনের শিক্ষা প্রচারের যুগ। এখন আর তরবারির জিহাদের যুগ নেই। কিন্তু ইসলামী শিক্ষাকে বিস্তৃত করার জন্য কলমের জিহাদ এবং তবলীগের জিহাদ অব্যাহত আছে। আর এই জিহাদকে অব্যাহত রাখার জন্যও প্রাণ, সম্পদ, সময় ও সম্মানের কুরবানীর সেভাবেই প্রয়োজন রয়েছে যেভাবে ইসলামের প্রথম যুগে কুরবানীর প্রয়োজন ছিল। এই যুগ যখন কিনা অর্থনৈতিক প্রাধান্য বিস্তারের জন্য পৃথিবীতে পূর্ণ চেষ্টা চলছে। ধর্মকে তো মানুষ ভুলেই গেছে, জগতের প্রতি আকর্ষণ বেশি। ব্যবসা বাণিজ্যে প্রাধান্য লাভ আর জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভের প্রতি জগদ্বাসী নিজেদের পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করছে। এমতাবস্থায় ধর্মের প্রচারের জন্য কুরবানীই আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের মাধ্যম এবং সফল ব্যবসা, যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন। উক্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ তা'লা এ কথাই বর্ণনা করেছেন যেগুলো আমি তিলাওয়াত করেছি। অতএব এই যুগ যা মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগ, এ যুগে বিশেষত আর্থিক জিহাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আর এরপর এর মাধ্যমে আত্মত্যাগেরও প্রেরণা জাগে। অধিকন্তু আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি এবং নৈকট্যও লাভ হয়। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে আর্থিক কুরবানীর প্রতি বহু স্থানে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এক স্থানে তিনি বলেন وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (সূরা হাদীদ: ১১)। অর্থাৎ তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্

তা'লার পথে ব্যয় করো না। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, সবকিছুই আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আসে। তিনিই তোমাদের দান করেন। পুরস্কৃত করার জন্য তিনি তোমাদের বলেন যে, তাঁর পথে ব্যয় করো। অতএব যদি ঈমান থেকে থাকে, যদি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিশ্বাস থাকে, তাহলে এর দাবি হলো তাঁর পথে তোমরা কুরবানী করো। অতঃপর একস্থানে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে (আল্লাহ্ তা'লা) বলেন,

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (সূরা বাকারাঃ ১৯৬)। অর্থাৎ আর আল্লাহ্ তা'লার পথে খরচ করো আর নিজ হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না। অতএব আল্লাহ্ তা'লার পথে তাঁর দেয়া সম্পদ থেকে যারা খরচ করে না তারা নিজেদেরকে ধ্বংসে মুখে ঠেলে দেয়। বর্তমান যুগে এই আর্থিক জিহাদ-ই আত্মিক জিহাদেরও মাধ্যম হয়ে থাকে। মানুষ নিজেদের অনেক কামনা-বাসনাকে পেছনে ঠেলে ধর্মের উন্নতির জন্য যে ত্যাগস্বীকার করে থাকে এটি আসলে তাদের আত্মিক কুরবানী হয়ে থাকে, যা আল্লাহ তা'লার কৃপাবারি আকর্ষণ করে তাকে এবং তার বংশধরদের অসংখ্য আশিসের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেয়। আল্লাহ্ তা'লা কারো ঋণ রাখেন না। আল্লাহ্ তা'লা এমন এক ব্যবসার সংবাদ দিয়েছেন যা ইহ ও পরকালের কল্যাণে পর্যবসিত হয় এবং তা আযাব হতে রক্ষাকারী ব্যবসা। জাগতিক ব্যবসা-বাণিজ্য তো কেবল জাগতিক লাভের জন্য হয়ে থাকে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার সাথে কৃত ব্যবসা, ইহকাল ও পরকাল, উভয় জগতের পুরস্কারের যোগ্য করে তুলে। আমি যেমনটি বলেছি, আল্লাহ্ তা'লা কারো ঋণ রাখেন না। পবিত্র মনমানসিকতা নিয়ে তাঁর পথে কৃত কুরবানীর প্রতিদান তিনি কয়েকগুণ বাড়িয়ে ফেরত দেন। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে একস্থানে বলেন,

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ

فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (সূরা বাকারাঃ ২৬৬)

অর্থাৎ আর যারা নিজেদের ধনসম্পদ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি সন্ধানে এবং নিজেদের মধ্য থেকে কতককে দৃঢ়তা প্রদানের জন্য খরচ করে, তাদের দৃষ্টান্ত উচ্চস্থানে অবস্থিত সেই বাগানের ন্যায় যার ওপর প্রবল বৃষ্টিপাত হলে পরে তা দ্বিগুণ ফল উৎপন্ন করে। আর যদি তাতে প্রবল বৃষ্টিপাত না-ও হয় তবে শিশিরই যথেষ্ট। আর তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বর্তমান যুগে কেবল আহমদীরা-ই ধর্মের খাতিরে আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব অনুধাবন করে। তারা শিশিরবিন্দুর মতো অল্প অল্প অর্থ (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) দিলেও আল্লাহ্ তা'লা সেগুলোকে অঢেল ফলবাহী করেন। জামা'তের উন্নতি এরই সাক্ষ্য দেয়। তারা দরিদ্র মানুষ, যারা সামান্য কুরবানী করে থাকে আর এরপর আল্লাহ্ তা'লা সেগুলোর অঢেল ফল দান করেন। বিশেষত দরিদ্র আহমদী এবং স্বল্প আয়ের আহমদীরা অধিক কুরবানী করে থাকে। এর অনেক উদাহরণ রয়েছে। আমি মাঝে মাঝে সেগুলো বর্ণনাও করে থাকি। আজও বর্ণনা করব। আর এসব উদাহরণের মাধ্যমে বিত্তবান আহমদীদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হওয়া উচিত তাদের দেখা উচিত যে তাদের মান কেমন। এক দরিদ্র আহমদী যখন আর্থিক কুরবানী করে তখন সে নিজের প্রবৃত্তি ও প্রাণের বিরুদ্ধে জিহাদ করে। আফ্রিকায় অসংখ্য এরূপ কুরবানীর দৃষ্টান্ত রয়েছে, পাকিস্তানে রয়েছে, ভারতেও রয়েছে, যারা খাদ্য ক্রয় না করে, অনাহারে থেকে, আর্থিক কুরবানী করে থাকে। নিজ অথবা নিজের সন্তানের অসুস্থতায় ঔষধের জন্য অর্থ খরচ করার পরিবর্তে চাঁদা আদায় করাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। আর এরপর আল্লাহ্ তা'লা তাদের এ কুরবানীকে বিফল হতে দেন না, বরং

অনেক সময় তারা এত দ্রুত আল্লাহ তা'লার আশিসের উত্তরাধিকারী হয়ে যায় যে, আশ্চর্য হতে হয়। আর এটি তাদের জন্য ঈমানবৃদ্ধির কারণ হয়। সুতরাং কোনো দুর্বল আহমদীর হৃদয়েও কখনো এ ধারণা সৃষ্টি হওয়া উচিত নয় যে, আল্লাহ্ তা'লা পুণ্য নিয়তের সাথে কৃত কুরবানীর জন্য পুরস্কৃত করেন না। আল্লাহ্ তা'লার ধনভাণ্ডার অসীম। আমাদের গুটিকতক পয়সার তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই। এসব কুরবানী যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কাছ থেকে চান, এর মাধ্যমে তো তিনি আমাদেরকে সমধিক কৃপাভাজন করার সুযোগ প্রদান করেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর জামা'তে কুরবানীর এমন প্রেরণা সঞ্চার করেছেন যে তাঁর যুগ হতে শুরু করে আজ পর্যন্ত আমরা জামাতে এমন দৃষ্টান্ত দেখতে পাই । অর্থাৎ জামা'তের সদস্যরা নিজেদের সমস্ত প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে জামা'তের প্রয়োজনে ত্যাগ স্বীকার করে থাকে। এটিই প্রগতিশীল জাতির কর্মপন্থা। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'লা কৃপাধন্য করেন। এই মান্যকারীরা সে বিষয়ের জ্ঞান বা ব্যুৎপত্তি রাখেন যা মহানবী (সা.) বলেছেন। অর্থাৎ, অর্ধেক খেজুর খরচ করার সামর্থ্য থাকলে (তা ব্যয়) করে আগুন থেকে আত্মরক্ষা কর। এরপর তিনি (সা.) বলেন, কার্পণ্য বর্জন কর; এই কার্পণ্যই পূর্ববর্তী জাতী গোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছিল। সাহাবীদের দৃষ্টান্ত দেখুন, (তারা) বলেন, মহানবী (সা.) যখনই কোনো আর্থিক তাহরীক করতেন আমরা বাজারে যেতাম, কায়িক শ্রম দিয়ে যৎসামান্য যে পারিশ্রমিক আসতো সেই উপার্জন এনে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থাপন করতেন। এমন কুরবানীকারীই আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নিষ্ঠাবান দাসকেও দান করেছেন। এর অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। ইতিহাসে এমন ভাইদের উল্লেখ পাওয়া যায়, যারা এমন এমন কুরবানী করেছেন যে, বিস্মিত হতে হয় আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও তাদের উল্লেখ করেছেন। তিনি (আ.) বলেন,

"আমি আমার জামা'তের (সদস্যদের) ভালোবাসা ও নিষ্ঠা দেখে বিস্মিত হই যে, তাদের মধ্য হতে একেবারেই স্বল্প উপার্জনশীল যেমন, মিয়াঁ জামাল উদ্দীন, খায়ের উদ্দীন এবং ইমাম উদ্দীন কাশ্মীরি আমার গ্রামের নিকটেই থাকে। সেই তিনজন দরিদ্র ভাই, যারা সম্ভবত কায়িক শ্রমের বিনিময়ে দৈনিক তিন আনা বা চার আনা উপার্জন করে কিন্তু আন্তরিক উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে মাসিক চাঁদা আদায় করেন। তাদের বন্ধু মিয়াঁ আব্দুল আযীয পাটওয়ারীর নিষ্ঠা দেখেও আশ্চর্জ হতে হয়। জীবিকার সংকীর্ণতা সত্ত্বেও একদিন একশ' রূপি দিয়ে যান (আর বলেন,) আমি চাই (এই অর্থ) খোদার পথে ব্যয় হোক। সেই সহায়সম্বলহীন (ব্যক্তি) হয়ত কয়েক বছরে এই একশ' রূপি সঞ্চয় করে থাকবেন কিন্তু ধর্মীয় উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনা (তার মাঝে) খোদার সন্তুষ্টি লাভের প্রেরণা সঞ্চার করেছে।"

কাজেই, জামা'তের ইতিহাসে এসব কুরবানীকারীর নাম সংরক্ষিত আছে। এসব মানুষ, যারা খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য প্রকার বিশেষ উদ্দীপনা রাখতেন। তারা সামান্য কুরবানী করুন কিংবা বেশি, তাদের নাম মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মিশনের সাহায্যকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে; (আর) ইতিহাস তা সংরক্ষণ করেছে। (এখানে) আরেকজন পুণ্যবান ব্যক্তির কথা উল্লেখ করছি। তিনি একজন প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র (মানুষ) ছিলেন। তার নাম ছিল হাফেয মঈন উদ্দীন সাহেব। তার ভে জামা'তের সেবা ও জামাতের জন্য কোরবানী করার গভীর উদ্দীপনা ছিল। অথচ খুবই অসচ্ছলতার মাঝে দিনাতিপাত করতেন। প্রতিবন্ধী হওয়ার কারণে কোনো কাজও ছিল না। মানুষ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুরোনো সেবক জ্ঞান করে (তাকে) কিছু উপহার দিয়ে দিত। কিন্তু হাফেয সাহেবের রীতি ছিল, তিনি উপহার হিসেবে প্রাপ্ত এমন অর্থ কখনও ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যয় করতেন না; বরং তা জামা'তের সেবার মানসে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে তুলে দিতেন। হযরত মসীহ্

মওউদ (আ.)-এর পক্ষ থেকে কখনও এমন কোনো (চাঁদার) তাহরীক হয়নি যাতে তিনি অংশগ্রহণ করেন নি। এক পয়সা দিয়ে হলেও অবশ্যই অংশ নিতেন। এক পয়সা বলতে সেযুগের এক পেনির সমান মনে করতে পারেন। তার (আর্থিক) অবস্থা অনুযায়ী এই সামান্য কুরবানীও অসাধারণ কুরবানী ছিল। অনেক সময় হাফেয সাহেব উপোস থেকেও এই সেবা করতেন। এরা এমন মানুষ ছিলেন যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য সবকিছু ত্যাগ করার জন্য সার্বক্ষণিক প্রস্তুত থাকতেন। তাদের কুরবানীও আল্লাহ্ তা'লা স্নেহের সাথে মূল্যায়ন করেছেন এবং সেই ফল দিয়েছেন যা আজ তাদের বংশধররাও ভোগ করছে। অতএব, তারা যারা সেসব প্রবীণ এবং সাহাবীদের সন্তান (তারা) সর্বদা এ বিষয়টি দৃষ্টিতে রাখুন যে, আজ তাদের প্রতি যদি আল্লাহ্ তা'লার কৃপা হয়ে থাকে তাহলে তা ঐসব মানুষের কুরবানীর কারণে। যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা স্বাচ্ছন্দ্য দান করেছেন তাদের আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত যে, জামা'তের সেবার জন্য এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে তাদের ত্যাগের মান এই চেতনা অনুপাতে বৃদ্ধি পাচ্ছে কী যা তাদের গুরুজনদের ছিল। আজও আহমদীয়া জামা'তের সিংহভাগ সদস্য দরিদ্র, যারা ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। কাজেই, জামা'তের সদস্যদের মধ্যে যারা অধিক উপার্জনশীল তাদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূল (সা.) নিষ্ঠার সাথে কৃত কুরবানীর মূল্যায়ন করেন। যেমনটি একবার মহানবী (সা.) বলেন, (আজ) এক দিরহাম একলাখ দিরহামের বিপরীতে এগিয়ে গিয়েছে। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, (তা) কীভাবে? মহানবী (সা.) বলেন, একজনের কাছে দুই দিরহাম ছিল। সে (তা থেকে) এক দিরহাম কুরবানী করেন। আর অন্য ব্যক্তির কাছে অঢেল অর্থ-কড়ি ও সম্পদ ছিল। সে তা থেকে এক লাখ দিরহাম কুরবানী করে। বাহ্যত এই লাখ দিরহাম অনেক বড়ো অংক। কিন্তু সেই দরিদ্র ব্যক্তির কুরবানীর আন্তরিকতার তুলনায় সে-ই এক লাখ দিরহামের আল্লাহ্‌র নিকট তেমন কোন গুরুত্ব ছিল না। অতএব, আল্লাহ্ তা'লার সমীপে কুরবানীর মানদণ্ড হলো (ত্যাগের) প্রেরণা ও অনুপাতের, (কুরবানীর) অঙ্কের নয়। যারা বলে, জামা'ত দরিদ্রদের কাছ থেকে চাঁদা নেয়, তা ঠিক নয়, (কতেক এমন মানুষও আছে যারা কখনও কখনও আমাকে এমন কথা লিখে পাঠিয়ে দেয়।) এসব মানুষ মূলত সংকীর্ণমনা। তাদের নিজেদের বিভিন্ন জাগতিক চাওয়া-পাওয়া রয়েছে আর নিজেদের কামনা-বাসনা পূর্ণ করার জন্য অন্যদের নাম নেয়। আল্লাহ্‌র কৃপায় জামা'তের অধিকাংশ সদস্য এমন যারা কুরবানী করে থাকে। মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের বিভিন্ন ত্যাগ ও কুরবানীকে দৃষ্টিপটে রেখে নিজেরাও কুরবানী করতে চায় এবং না বলা সত্ত্বেও করে থাকে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগের নিষ্ঠাবানদের কুরবানীর অনুকরণে কৃত এমনসব দৃষ্টান্ত আজও আমরা দেখতে পাই। যেমনটি আমি বলেছি, বিভিন্ন রিপোর্টে উল্লেখ থাকে আর আমিও উল্লেখ করে থাকি। বিস্ময়করভাবে কুরবানী করে থাকে। সুদূর আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী নিষ্ঠাবানরাও পৃথিবীতে ইসলামের প্রচার ও ধর্মের বিজয়ের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহায্যকারী ও সহযোগী হতে চায়। এসব মানুষ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই বক্তব্যকে দৃষ্টিতে রেখে কুরবানী করে থাকে। যাতে তিনি (আ.) বলেছেন,

"তোমাদের জন্য সম্ভব নয় যে একই সাথে আল্লাহ্‌কেও ভালোবাসতে আবার সম্পদের প্রতিও ভালোবাসা রাখবে । কেবল একটির প্রতি ভালোবাসা রাখা সম্ভব। অতএব, সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌কে ভালোবাসে। তোমাদের কেউ যদি আল্লাহ্‌কে ভালোবেসে তাঁর পথে আর্থিক কুরবানী করে তাহলে আমি বিশ্বাস রাখি যে, তার সম্পদে

অন্যদের তুলনায় বেশি কল্যাণ প্রদান করা হবে। কেননা, ধন-সম্পদ আপনা-আপনি আসে হয় না বরং মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আসে। অতএব, যে ব্যক্তি খোদার জন্য সম্পদের কিছু অংশ ত্যাগ করে নিশ্চিতরূপে সে তা (ফিরে) পাবে।”

এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বক্তব্য। আজও আমরা এর দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করি যে, কীভাবে মানুষ খোদার পথে দিয়েছে আর কীরূপে তাৎক্ষণিকভাবে আল্লাহ্ তাদেরকে তা ফিরিয়ে দিয়েছেন(অর্থাৎ পুরস্কৃত করেছেন)। একই জায়গায় (এবং) একই পরিবেশে কাজ করে কিন্তু আহমদীদের সম্পদে আল্লাহ্ তা'লা বরকত দান করেন কিন্তু অন্যরা সেই কল্যাণ লাভ করে না। এসব বিষয় তাদের ঈমান বৃদ্ধির কারণ হয়ে থাকে। যেমনটি আমি বলেছিলাম, নিষ্ঠাবানদের কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি।

রিপাবলিক অব সেন্ট্রাল আফ্রিকায় কুতুম্বালা নামে একটি জায়গা রয়েছে। সেখানে ঈসা সাহেব নামি একজন নবাগত আহমদী আছেন। তিনি বলেন, আমি নয় মাস পূর্বে বয়আত করেছিলাম। আর ২০১৬ সাল থেকে আমার কাছে একটি প্লট ছিল যা আমি বাড়ি বানানোর জন্য ক্রয় করেছিলাম কিন্তু বাড়ি নির্মাণের জন্য টাকা সঞ্চয় করা সম্ভব হচ্ছিল না । জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়ে চাঁদার গুরুত্ব ও কল্যাণ সম্পর্কে শুনতে থাকি। খোদার রাস্তায় যা-ই কমবেশি কুরবানী করতে পারতাম করতাম। শুনতাম যে, আল্লাহ্ তা'লা এর মাধ্যমে জীবন সহজ করে দেন এবং ধন ও জনসম্পদের ক্ষেত্রে উন্নতি দান করেন। যাহোক, তিনি বলেন, আমার হৃদয়ে ভাবনার উদয় হলো যে আমরা যখন অআহমদী ছিলাম তখন আমরা কেউই খোদার রাস্তায় কোনো চাঁদা আদায় করি নি এবং কেউ আমাদেরকে এ বিষয়ে বলেও নি। বর্তমানে চাঁদার আহ্বান জানানো হয়েছে। সাধারণত নও-মুবাঈনদেরকে তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার বিষয়ে বলা হয়ে থাকে। তিনি বলেন, আমাকে বলা হয়। আমি ওয়াকফে জাদীদ খাতে পনেরোশো সীফা আদায় করি আর খোদা তা'লা এর প্রতিদান এভাবে প্রদান করেন যে, এক বন্ধু বাড়ি বানানোর জন্য দশ হাজার ইট বানানোর প্রস্তাব দেয় আর ইট বানিয়ে দেয়। সেখানে সিমেন্ট দিয়ে নিজেরাই ব্লক বানিয়ে থাকে। এভাবে বাড়ি নির্মাণ আরম্ভ হয়ে যায় যার জন্য কয়েক বছর ধরে অপেক্ষা ছিল। বাড়ির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। অতঃপর এটি বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এটি আল্লাহ্ তা'লার কৃপাতেই হয়েছে কেননা আমার কোন সামর্থ্য ছিল না এবং আমার জন্য অসম্ভব ছিল।

কাযাখিস্তান সাবেক রাশিয়ান দেশগুলোর একটি স্টেট। সেখানকার এক বন্ধু দাওরীন সাহেব বলেন, কিছুদিন পূর্বে আমি মুয়াল্লিম সাহেবের বার্তা পাই যে, এ বছর আপনার স্ত্রীর ওয়াকফে জাদীদ খাতের চাঁদা অনেক কম এবং তালিকার শেষে অবস্থান। যদি সম্ভব হয় কমপক্ষে পাঁচ হাজার তাঙ্গে আদায় করুন। আমি ভাবি, বর্তমানে আমার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা, তার অপারেশনও করাতে হবে, তাই পনেরো হাজার তাঙ্গে আদায় করলে ভালো হবে। আমি অর্থ প্রেরণ করার প্রায় বিশ মিনিট পরই স্কুল থেকে সংবাদ আসে, যে যেহেতু আপনি একজন এতিম লালনপালন করেন এবং সন্তানাদিও বেশি তাই সরকার আপনাকে এক লাখ তাঙ্গে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এভাবে এটি আমার ঈমান বৃদ্ধির কারণ হয় যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে তাৎক্ষণিকভাবে (বর্ধিত আকারে) ফেরত দিয়েছেন।

কিরগিস্তান আরেকটি রাষ্ট্র। সেখানকার এক বন্ধু হুরমত সাহেব, স্বর্ণের খনিতে কাজ করেন। ছয় মাস পর পর চাঁদা আদায় করতেন। বিগত বছর যখন দ্বিতীয় ষান্মাসিক চাঁদা আদায় করেন তখন স্থানীয় মুদ্রায় হারের চেয়ে ছয় হাজার সুম বেশি আদায় করেন। এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, যেহেতু সারা পৃথিবীতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে সেকারণে

জামা'তের খরচও বৃদ্ধি পেয়ে থাকবে, তাই আমি ওয়াদার চেয়ে বাড়িয়ে নিজের চাঁদা আদায় করছি। এ বছরও তিনি যখন প্রথম ষান্মাসিক চাঁদা আদায় করেন তখন আরো ছয় হাজার সুম বেশি চাঁদা আদায় করেন। এভাবে তিনি প্রায় ৪০ শতাংশ বেশি চাঁদা আদায় করেন। এই হলো আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি সন্ধানের দৃষ্টান্ত। কেউ তাকে আহ্বান জানায় নি কিন্তু প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে তিনি নিজেই বেশি দেয়ার চেষ্টা করেন । মানুষ বলে থাকে, চাও কেন? আমরা চাই না বরং আমরা তো আল্লাহ্ তা'লার বাণী প্রচার করে থাকি যে, আল্লাহ্‌র পথে ত্যাগ স্বীকার করো।

আরেকটি দেশ হলো ফিলিপাইন, দূরদূরান্তের এলাকা। সেখানকার মুবাল্লিগ বলেন, খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর বর্ণনা করেন, আমি ওয়াদা অনুযায়ী ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা আদায় করে দিয়েছিলাম ।আর্থিক বছরের সমাপ্তি ঘটছিল আর হৃদয়ে বাসনা জাগলো যে, ওয়াদার চেয়ে বেশি আদায় করা উচিত। তাই আমি আমার মরহুম পিতা, মাতা ও শ্বশুরের নামেও এক হাজার পিরসো চাঁদা ওয়াকফে জাদীদ খাতে আদায় করি। সেদিনগুলোতে স্থানীয় পৌরসভা অফিসে রিস্করিডাকসান ম্যানেজার হিসেবে চুক্তিভিত্তিক কাজ করছিলাম। নববর্ষের ছুটি শেষে যখনই কাজে যোগদান করি স্থানীয় মেয়র আমার চাকুরি স্থায়ী করে দেন এবং আমার বেতনও দ্বিগুণ করে দেন অথচ আমি বিগত চার বছর ধরে চুক্তিভিত্তিক কাজ করছিলাম এবং বার বার আবেদন করা সত্ত্বেও আমার চাকুরি স্থায়ী হচ্ছিল না। তিনি বলেন, এখন আমার বিশ্বাস হলো, আমি যে কুরাবানী করেছি, এটি তারই প্রতিফল এবং খোদা তা'লা সুনিশ্চিতভাবে আমাদের কল্পনাতীত ভাবে দানে ধন্য করেন।

আফ্রিকার একটি দেশের নাম ক্যামেরুন। সেখানকার এক মুরব্বী সাহেব বলেন এক যুবকের নাম ইউসুফ সাহেব। তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন। দরিদ্র ব্যক্তি এবং মোটর সাইেকেলে যাত্রী বহন করেন। মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেব বলেন, যখন থেকে আমি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছি এবং মুরব্বী সাহেবের উপদেশে কমবেশি চাঁদা দেয়া শুরু করেছি, তখন থেকে আমার অবস্থা সচ্ছল হতে থাকে। এখন আমার হৃদয় বেশ প্রশান্ত আর আমার জীবনের সবকিছু সহজ হয়ে গেছে। [প্রকৃত বিষয় হলো আত্মার প্রশান্তি। তিনি বলেন] চাঁদা দেয়ার ফলে আমার হৃদয়ও প্রশান্ত হয়েছে। আমি এখন নিয়ত করেছি, কেবল ওয়াকফে জাদীদ নয় বরং সকল আবশ্যকীয় চাঁদায় আমি অংশগ্রহণ করব কেননা এর মাঝে আমার জন্য এবং আমার পরিবারের জন্য বরকত রয়েছে। মূলত হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এরই কল্যা এটি যে আমি আত্মিক প্রশান্তি লাভ হয়েছে, (এখন) আমি খুব আনন্দিত ও সন্তুষ্ট। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা সাহায্যকারী সৃষ্টি করেন।

পূর্ব আফ্রিকার একটি দেশ তানযানিয়া। রোমোমা রিজিয়নের এক যুবকের নাম মিলোয়ে সাহেব। তিনি বলেন, আমার বয়স সাতাশ বছর। আমি চাঁদা প্রদানের অনেক বরকত প্রত্যক্ষ করেছি। আমি কৃষিকাজ করি। এ বছর আমার ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা পরিশোধের মানসে আমার ফসল সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে দ্রুত জমা করে দেই। আমার জমিতে যে ফসল উৎপাদিত হয়েছে তা আমি সরকারের কাছে বিক্রি করে দিই। আমি যদি আরো কিছু দিন অপেক্ষা করতাম তাহলে সম্ভবত আমার ফসলের অধিক মূল্য পেতাম কিন্তু আমি চাঁদা প্রদান করতে পারতাম না। সময় চলে যেত। তিনি বলেন, যাহোক, আমি যখন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করি তখন সেই দিনগুলোতে কৃষকরা তাদের ফসলের যে মূল্য পাচ্ছিল, আমি তাদের চেয়ে বেশি মূল্য পাই যা দিয়ে আমি ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা প্রদান করি। উক্ত প্রতিষ্ঠান বলে, মানুষ বেশি মূল্য আদায়ের লোভে নিজেদের ফসল ধরে রাখে ।

তুমি তোমার সততার পুরস্কার পেয়েছ। তিনি বলেন, আমি মনে করি, আল্লাহ্ তা'লা আমার নিয়তের প্রতিফল দিয়েছেন যেন আমি সহজে তাঁর পথে কুরবানী করতে পারি।

কিরগিস্তান থেকে রোযা মাউত সাহেব নামের এক বন্ধু ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার বিষয়ে বলেন, এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি তাহরীক এবং এর সাথে আমার পরিচয় খুবই চিত্তাকর্ষক। আমার স্মরণ আছে, আমি যখন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সাথে পরিচিত হই তখন মোবাল্লেগ সাহেবকে জিজ্ঞেস করি যে, জামা'তের সকল ব্যয়কে নির্বাহ করে? তিনি আমাকে জামা'তের কাজ, খেলাফত ব্যবস্থাপনা এছাড়া বিভিন্ন তাহরীক, ওয়াকফে জাদীদ এবং অন্যান্য আর্থিক কুরবানী সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবগত করেন । তখন তিনি বলেন, ইতঃপূর্বে আমি এ ধরনের আর্থিক ব্যবস্থাপনার বিষয়টি কখনো দেখিও নি আর শুনিও নি। আমি প্রথমবার এমন কোনো ব্যবস্থাপনার কথা শুনলাম। আমি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) যুগে বয়আত করার পর প্রত্যেক মাসে চাঁদা দেয়া শুরু করি এবং সারা জীবন চাঁদা প্রদানের অগণিত কল্যাণ দেখেছি। জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্বে আমি আমার পরিবারের সাথে ভাড়া বাসায় থাকতাম। আমরা খুব কষ্টকর জীবন কাটাচ্ছিলাম। বিভিন্ন জায়গায় কাজ করেছি। দৈন্যদশা ছিল। সহায়-সম্পদ আর স্থায়ী আয়-রোজগার কিছুই ছিল না। চাঁদার বরকতে এখন আমি একটি বড় বাড়ি নির্মাণ করেছি, আলহামদুলিল্লাহ। এখন আমার স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা আছে, কাজও কঠিন নয় এবং বেতনও ভালো। চাঁদার বরকতে আল্লাহ্ আমার প্রতি এসব বিশেষ কৃপা করেছেন।

পশ্চিম আফ্রিকার একটি দেশ টোগো, সেখানকার মুবাল্লেগ ইনচার্জ সাহেব বলেন, একজন আহমদী মহিলার নিকট ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার জন্য অর্থ ছিল না। তাই তিনি তার পরিবারের ব্যবহারের জন্য চাষ করে রেখেছিলেন। সবজি বাজারে বিক্রি করে খোদার সাথে কৃত নিজ অঙ্গীকার পূর্ণ করেন এবং ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা পরিশোধ করেন। অত্যন্ত সাধারণ জিনিস ছিল। সাহাবীরা যেভাবে বাজারে গিয়ে কাজ করতেন অথবা হাফেয সাহেব উপঢৌকন হিসেবে যা-ই পেতেন তা দিয়ে দিতেন- এটি সেধরণেরই একটি দৃষ্টান্ত। অনুরূপভাবে একজন সদস্য হামযা সাহেবের নিকট ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা দেবার জন্য অর্থ ছিল না। তার নিকট কিছু মুরগী ছিল তাথেকে ৯টি মুরগি বিক্রি করে চাঁদা আদায় করেন। এ সকল দরিদ্র ব্যক্তিরা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে কুরবানী করেন এবং এরাই সে সকল ব্যক্তি যারা পুরনো বুজুর্গদের স্মৃতি সতেজ করেন।

ইন্দোনেশিয়ার এক বন্ধু ঈমান হেদায়েত সাহেব বলেন, আমি জন্মগত আহমদী। প্রথমে আমি একজন সাধারণ সদস্যের ন্যায় চাঁদা আদায় করতাম। একটি অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল যে, একজন আহমদী হিসেবে চাঁদা দিতে হবে। তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদের কুরবানীর ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতাম না। এতে আমার সকল ভাইয়েরা উভয় তাহরীকের বরাতে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে যে, কেবল আহমদী হবার দরুন চাঁদা প্রদান করি না বরং আমরা আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে আর্থিক কুরবানী করে থাকি। তিনি বলেন, এর ফলে আমার মধ্যে তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদে আংশগ্রহণের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং আমি উভয় তাহরীকে আর্থিক কুরবানী করতে শুরু করি। আর এতে অংশগ্রহণের পর আমি আমার জীবনে অনেক বড় পরিবর্তন অনুভব করি। আমি নিজেকে আল্লাহ্ তা'লার অনেক নিকটে অনুভব করি। আমার ওপর জামাতী দায়িত্বাবলিও ন্যস্ত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে রিযক-এর ক্ষেত্রেও আল্লাহ্ তা'লা তাঁর ভালোবাসার বহির্প্রকাশ করেছেন। সবচেয়ে বড় কথা হলো এ মর্মে আল্লাহ্ তা'লার বাণী

চাঁদার কল্যাণে পূর্ণ হতে দেখেছি যে যদি তুমি হেঁটে আমার নিকট আস তবে আমি তোমার নিকট দৌড়ে আসব।

অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন শহরের এক বন্ধু নিজের ঘটনা লিখে পাঠান যে, ওয়াকফে জাদীদের আর্থিক বছর শেষ হওয়ার কয়েক সপ্তাহ পূর্বে আহ্বান জানানো হয় যে, যারা আর্থিকভাবে সচ্ছল তারা যেন ওয়াকফে জাদীদ খাতে ন্যূনতম ৫ হাজার ডলার আদায় করেন। তিনি বলেন, আমি ওয়াকফে জাদীদ খাতে ৪ হাজার ডলার আদায় করেছিলাম। আমার নিকট ৫ হাজার ডলার ছিল না। কিন্তু আমার হৃদয়ে প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা জাগে যে, ওয়াকফে জাদীদ খাতে আমার ৫ হাজার ডলার আদায় করা উচিত। অতএব জুমুআ থেকে ফেরার পথে আমি দোয়া করতে শুরু করি। ভালো অবস্থায় ছিলেন , হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার ভয় ছিল, একটি একাগ্রতা ছিল, আকাঙ্ক্ষা ছিল, যার ফলে তার দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। তিনি বলেন, আমি দোয়া করি। আমি ছোটোখাটো ব্যাবসা করি। একদিন আমি সংক্ষিপ্ত বিরতির জন্য অফিস থেকে কিছু সময়ের জন্য বাইরে বের হই এবং এই মর্মে দোয়াও করতে থাকি যে আল্লাহ আমাকে এই খাতে চাঁদা দেয়ার তৌফিক দাও। তিনি বলেন, যখন আমি অফিসে ফেরত আসি তখন আমার খ্রিষ্টান ব্যাবসায়িক পার্টনারও আমার অফিসে আসে এবং দরজা বন্ধ করে দেয় এবং অত্যন্ত আনন্দের সাথে করমর্দন করে বলে যে, একটি বড়ো সুসংবাদ আছে। বিস্তারিত বর্ণনা করতে গিয়ে বলে যে, এক বড় সংবাদ আছে। একটি বড় কাজের জন্য একজন গ্রাহক সেটআপের জন্য আবেদন করেছে এবং এর ফিস ত্রিশ হাজার, যার মধ্যে পনেরো হাজার করে আমাদের উভয়ের ভাগে আসবে। তিনি বলেন, আমার বুঝতে দেরি হয় নি যে, আমার দোয়া কবুল হয়ে গেছে। আমি আমার ব্যবসায়িক পার্টনারকে বলি যে, আমি কী দোয়া করছিলাম এবং কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সাহায্য করেছেন আর আমি বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ্ তা'লা আমার দোয়ার উত্তর প্রদান করেছেন। এতে সেই ব্যবসায়িক পার্টনারও বলে যে, চাঁদা হিসেবে ৫ হাজার ডলার অনেক বেশি। তিনি বলেন, তোমার দোয়ায় আমারও উপকার হয়েছে তাই উক্ত অনুদানে আমারও অংশ থাকবে। তোমাকে যে পরিমাণ অর্থ দিতে হবে তার অর্ধেক আমি দিব। কিন্তু আমি তাকে বলি, আরো অনেক দাতব্য কাজ রয়েছে যেখানে তিনি অবদান রাখতে পারেন। ওয়াকফে জাদীদের এই যে পাঁচ হাজার, এটি আমাকেই দিতে হবে। যাহোক আল্লাহ্ তা'লা আমার দোয়া এবং সদিচ্ছা কবুল করে আমার প্রতি এই অনুগ্রহ করেছেন।

ফিজী, এটিও একটি অত্যন্ত দূরবর্তী অঞ্চল। সেখানে যয়নুল বেগ সাহেব নামের একজন নও মোবাঈ রয়েছেন। দু'তিন বছর পূর্বে তিনি বয়আত গ্রহণ করেছেন। প্রাথমিকভাবে তাঁকে যখন বিভিন্ন তাহরীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তখন সামান্য কিছু ওয়াদা করেছিলেন। এর কিছুদিন পর চাঁদায়ে আম-এও অন্তর্ভুক্ত করা হয় কিন্তু এ বছর আমার যে খুতবা ছিল সেগুলো শুনে নেযামের গুরুত্বের বিষয়টি তিনি উপলব্ধি করেন। উল্লিখিত ব্যক্তি নিজেই তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদের ওয়াদা বৃদ্ধি করে দেন, বরং দশগুণ বৃদ্ধি করেন এবং পরিশোধও করে দেন। এরপর চাঁদায়ে আম সম্পর্কে বলেন, সাপ্তাহিক আয়ের ১৬ভাগের ০১ভাগ প্রদানের শর্তে ওয়াদা করেন এবং নিয়মিত প্রত্যেক সপ্তাহে নিজ বেতন থেকে চাঁদা প্রদান করে যেতেন। এই নও মোবাঈ বর্ণনা করেন, চাঁদা বৃদ্ধি করার পর আমার চাকুরিতে পদোন্নতি হয়েছে। তিনি আরো বলেন, ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে আমার বেতন আরো বৃদ্ধি করা হবে ইনশাআল্লাহ্। তিনি বলেন, যদি কেউ চাঁদার বরকত সম্পর্কে জানতে চায় তাহলে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারে।

মাইক্রোনেশিয়ার মোবাল্লেগ শারজিল সাহেব বলেন, এখানে একজন নও মোবাঈ আছেন, নাম সাইমন সাহেব। আর্থিক কুরবানীর বিষয়ে যখন তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করা হয় এবং বলা হয় যে, এই চাঁদা আমরা খোদা তা'লার ভালোবাসা লাভের উদ্দেশ্যে প্রদান করে থাকি, এটি কোনো ট্যাক্স নয় আর খোদা তা'লা এটিকে একপ্রকার 'কারযায়ে হাসানাহ' [অর্থাৎ উত্তম ঋণ] আখ্যা দিয়েছেন, তখন থেকে উল্লিখিত ব্যক্তি প্রতি সপ্তাহে চাঁদা দেয়া শুরু করেন। এর স্বল্পকাল পর তিনি এসে বলেন, পূর্বে আমি গীর্জায় যেতাম এবং অর্থকড়ি প্রদান করতাম কিন্তু তখন আমার জীবনে কোনো পরিবর্তন আসে নি কিন্তু যখন থেকে আমি জামা'তে আহমদীয়ায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে আল্লাহ্ তা'লার পথে আর্থিক কুরবানী করা শুরু করেছি তখন থেকে আল্লাহ্ তা'লা এমন এমন মাধ্যম থেকে আমার প্রয়োজন পূর্ণ করেন যা দেখে আমি হতবাক হই। অনেক সময় অর্থের প্রয়োজন পড়ে আর হঠাৎ-ই কেউ একজন এসে টাকা হাতে ধরিয়ে দেয়। কখনো খাবারের অভাব দেখা দেয়। তখন ঘরে থাকতেই আল্লাহ্ তা'লা কারো মাধ্যমে প্রয়োজন পূর্ণ করে দেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সায়মন সাহেব সাধ্যাতীত আর্থিক কুরবানী করেন।

তানযানিয়ার আমীর সাহেব বলেন, বশীর সাহেব নামের এক বন্ধু ওয়াকফে জাদীদ খাতে নিজের ও পরিবারের সদস্যদের নামে চল্লিশ হাজার শিলিং চাঁদা প্রদান করেন। তাঁর স্ত্রী বলেন, ঘরের আর্থিক অবস্থা অতটা সচ্ছলও না তা সত্ত্বেও এত বিশাল অঙ্কের অর্থ কেন চাঁদা দিয়েছেন? তিনি উত্তরে বলেন, চিন্তা করো না, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পথে আর্থিক কুরবানীকারীদের কখনো ব্যর্থ করেন না রবং তিনি অবশ্যই আরো বাড়িয়ে ফেরত দিবেন। ঠিকই কয়েক দিনের মাঝে ভিন্ন ভিন্ন দু-তিনটি স্থান থেকে এমন কাজ পেলেন যে, প্রদানকৃত চাঁদার সম্পূর্ণটাই কেবল ফেরত পেলেন, তা-ই নয় বরং আরো অধিক আয় হয়েছে। তিনি বলেন, আমি পূর্বেই [আর্থিক কুরবানীর] এ বিষয়টি বুঝতাম কিন্তু এখন আমার স্ত্রীও স্বচক্ষে চাঁদা আদায়ের উপকারিতা প্রত্যক্ষ করল এবং তাঁর ঈমান বৃদ্ধি পেল।

জার্মানির ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ বলেন, মাইনয জামা'তের এক ছাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠানে উপবৃত্তির জন্য আবেদন করে। পড়াশুনার জন্য তার কিছু অর্থকড়ির প্রয়োজন ছিল আর বলে যে, আমার সেমিস্টার শুরু হতে যাচ্ছে কিন্তু হাতে পর্যাপ্ত অর্থকড়ি নেই। অন্যদিকে ওয়াকফে জাদীদের বছরও শেষ হয়ে যাচ্ছিল, নিজের ও নিজ পরিবারের পক্ষ থেকে ওয়াদাকৃত চাঁদা পরিশোধযোগ্য ছিল । যাহোক যেখানে আবেদনপত্র জমা দিয়েছিলেন, তার আশা ছিল সেখান থেকে কিছু টাকা বৃত্তিহিসেবে লাভ হবে। কিন্তু সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে আবেদনপত্রটি নাকচ করে দেয়া হয়। অতএব তার কাছে যৎসামান্য যে অর্থ ছিল তার পুরোটা সে আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করে চাঁদা দিয়ে দেয়। এরপর ভালো নাম্বার পেয়ে সেমিস্টার শেষ করে। তাঁকে আল্লাহ্ তা'লা সফলতা দান করেন আর সংশ্লিষ্টু প্রতিষ্ঠান থেকেও হঠাৎ (পূর্বে তো নাকচ করা হয়েছিল) চার হাজার ইউরো সমপরিমাণ অর্থ তাঁর অ্যাকাউন্টে চলে আসে। সে বলে, আমার বিশ্বাস, কুরবানীর কারণেই (এমনটি হয়েছে)।

ভারতের একটি জায়গার নাম 'সামিত ওয়াড়ী'। সেখানের এক আহমদীর নাম সিরাজ সাহেব। তিনি বলেন, আমি আর্থিক কুরবানীর বরকত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি। করোনা মহামারির ফলে আমার ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা বকেয়া ছিল। দু-তিন বছর যাবৎ উল্লিখিত ব্যক্তির বাগানের কাঠ বৃষ্টির পানির কারণে নষ্ট হচ্ছিল। যে ক্রেতা সেই কাঠ ক্রয় করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং যে পরিমাণ অর্থ নির্ধারণ হয়েছিল তা পরিশোধ করছিল না। যাহোক, তিনি ক্রেতা খুঁজতে থাকেন কিন্তু কাউকেই পাচ্ছিলেন না। তিনি বলেন, ইন্সপেক্টর

ওয়াকফে জাদীদ এসে যখন ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা দিতে বলেন তখন তিনি তাৎক্ষণিকভাবে দুই হাজার রুপি বের করে প্রদান করেন। তিনি বলেন, দু'দিনের মাঝেই যে ক্রেতা মূল্য নির্ধারণ করার পরও জিনিস নিচ্ছিল না, হঠাৎ-ই এসে বিশ হাজার রুপি দিয়ে সমস্ত কাঠ নিয়ে যায়। তিনি বলেন, আমার বিশ্বাস হলো, চাঁদার বরকতে আল্লাহ্ তা'লা দুই হাজারকে বৃদ্ধি করে আমাকে বিশ হাজার ফেরত দিয়েছেন অন্যথায় যে জিনিস বছরের পর বছর নষ্ট হচ্ছিল তা আগামীতেও নষ্ট হতে পারতো।

কানাডার এক লাজনা সদস্যা বলেন, জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে আমি যখন ওয়াকফে জাদীদের নব-বর্ষের ঘোষণা দিয়েছিলাম তখন তাঁরও নিজের ও নিজ সন্তানের পক্ষে চাঁদা প্রদানের আগ্রহ জন্মে। যখন ব্যাংকে খবর নিলেন তখন দেখলেন সেখানে কোনো টাকা ছিল না। যাহোক তিনি বলেন, আমি দোয়া করি, আল্লাহ্ তা'লা অদৃশ্য থেকে যেন এমন উপকরণ সৃষ্টি করে দেন যাতে আমি চাঁদা দিতে পারি। এর কয়েকদিন পর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে তিনশ ডলারের সমপরিমাণ অর্থ জমা হতে দেখলাম । এ অর্থ ঠিক ততটাই ছিল যতটা আমি এবং আমার পরিবারের প্রয়াতদের পক্ষ থেকে চাঁদা হিসেবে দিতে চাচ্ছিলাম আর তাৎক্ষণিক আমি আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে চাঁদা দিয়ে দেই।

কানাডার আরো এক বন্ধু, ইনিও একজন মহিলা। তিনিও নিজ ওয়াদা বাড়িয়ে পুরোটা আদায় করে দেন। পরবর্তী দিনই তিনি রাজস্ব বিভাগ থেকে অতিরিক্ত অর্থের চেক ফেরত পান যার পরিমাণ ছিল সাত শত ডলার। তিনি বলেন, ঠিক এই পরিমাণ অর্থই আমি চাঁদা প্রদান করেছিলাম।

তানজানিয়ার একজন নও মোবাঈ মহিলা, নাম আমেনা সাহেবা। তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন আর বলেন, আহমদীয়াতের মাঝে আমি এক ভিন্ন ব্যবস্থাপনা দেখেছি যেটি অপরাপর মুসলমানদের থেকে ভিন্ন ছিল। আর্থিক ব্যবস্থাপনায় প্রত্যেক চাঁদার রশিদ প্রদান করা হয় যেমনটি অন্য কোথাও দেখা যায় না। তিনি বলেন, নভেম্বর মাসে মোয়াল্লেম সাহেব জুমুআর খুতবা প্রদান করেন আর ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা দেয়ার আহ্বান জানান। (এটি শুনে) আমার কাছে যত টাকা ছিল তার পুরোটা চাঁদা হিসেবে প্রদান করি। আমার ঘরের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। আমার সন্তানসম্ভবা কন্যা ছিল, যেকোনো সময় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন পড়তে পারতো। ঘরে ফিরলে রাতে এশার পর আমার কাছে এক ব্যক্তির ফোন আসে। তিনি দুই বছর পূর্বে আমার কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়েছিল এবং কোনোরূপ যোগাযোগ করছিল না আর আমি ভুলেও গিয়েছিলাম কেননা সেটি ফেরত পাওয়ার কোনো আশা ছিল না। যাহোক, সে ফোন করে, ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং কারণ দর্শিয়ে প্রদেয় ২হাজার ফেরত দেয়। তিনি বলেন, আমার প্রয়োজন উপেক্ষা করে আমি যে আর্থিক কুরবানী করেছিলাম। এর বদৌলতে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সাহায্য করেছেন। পরবর্তীতে তার মেয়েকেও দ্রুত হাসপাতালে নেয়ার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং আল্লাহ তা'লা এভাবে সাহায্য করেছেন আর তার চিকিৎসাও হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা নব-দীক্ষিতদের মাঝেও এ চিন্তা-চেতনা সৃষ্টি করছেন যে অর্থকড়ি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আসে আর এ চিন্তা-চেতনা কেবল একজন আহমদীর মাঝেই পরিলক্ষিত হয়।

আরেকটি দেশের নাম নাইজার। বর্তমানে সেখানকার পরিবেশ-পরিস্থিতিও খুবই অশান্ত। মোয়াল্লেম সাহেব বলছেন, আমরা মারাদি অঞ্চলের একটি গ্রামে যাই এবং চাঁদা প্রদানের জন্য আহ্বান জানাই। লোকেরা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী ওয়াকফে জাদীদের চাঁদায় অংশগ্রহণ করে। সেখানকার একজন অ-আহমদী ব্যক্তি বলে উঠে, আপনি আমাদের গ্রামের

গরীব লোকদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করছেন অথচ আপনার ভালোভাবে জানা আছে, দেশের অর্থনৈতিক মন্দা চলছে আর অন্যান্য ইসলামি সংগঠনগুলো তো লোকদের জন্য কিছু না কিছু নিয়ে আসছে পক্ষান্তরে আপনি তাদের কাছে চাঁদা চাচ্ছেন! মোয়াল্লেম সাহেব বলেন, আমি উত্তরে কিছু বলার পূর্বেই সে গ্রামের একজন আহমদী ব্যক্তি দাঁড়িয়ে যান। খুবই উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন, অন্যান্য ইসলামি দলগুলো আসে ঠিকই; কেউ জনকল্যাণমূলক সহায়তাও করে থাকে তা-ও ঠিক হবে কিন্তু কোনো ইসলামি সংগঠন কি আমাদেরকে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে কিছু শিখিয়েছে? তারা হয়ত জনহিতকর কাজ করে চলে যায় কিন্তু আহমদীয়া জামা'ত আমাদেরকে ধর্ম শিখায়। এছাড়া এখানে মোয়াল্লেম সাহেব আমাদের নিকট থেকে অর্থ আদায় করতে আসেন নি বরং আর্থিক কুরবানীর সে প্রেরণা সঞ্চারের জন্য এসেছেন যা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগে সাহাবাগণ (রা.) উপস্থাপন করেছেন, যার মাধ্যমে আমরা কেবল ইহকালেই নয় বরং পরকালের প্রতিদানও অর্জন করতে পারব। অতএব আল্লাহ্ তা'লা তাদের মাঝে আহমদীয়াত গ্রহণের পর এ উপলব্ধি সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কুরবানী করা আবশ্যক তবেই আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে প্রভূত কল্যাণ লাভ হয়। যাহোক এ কথা শুনে সে অ-আহমদী বন্ধু নির্বাক হয়ে যায়।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ)-কে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে কী চমৎকার নিষ্ঠাবান লোক প্রদান করেছেন। এই তালিকা অনেক দীর্ঘ। কার ঘটনা বলব আর কারটা ছাড়ব- এই সিদ্ধান্ত নেয়া আমার জন্য কঠিন ছিল কেননা এমন অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। যাহোক, সময়ের কথা বিবেচনা করে আমি সবটা নিতে পারি নি কিন্তু যাদের ঘটনা আমি উল্লেখ করতে পারি নি তাদের মাঝেও নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় কোনো ঘাটতি ছিল না। তারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এসব ত্যাগ স্বীকার করেছেন কিন্তু আল্লাহ্ তা'লাও কারো ঋণ রাখেন না বরং তাদের কুরবানীসমূহ গ্রহণ করে সেটিকে তাদের ঈমান বৃদ্ধির মাধ্যম বানিয়ে দেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, "আমার প্রিয় বন্ধুরা! আমি আপনাদেরকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ আমাকে আপনাদের প্রতি সহমর্মিতার এক সত্যিকারের আবেগ ও উদ্দীপনা প্রদান করেছেন এবং আপনাদের ঈমান ও তত্ত্বজ্ঞান বৃদ্ধির জন্য আমাকে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করা হয়েছে। আপনাদের ও আপনাদের বংশধরদের এ তত্ত্বজ্ঞানের একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। অতএব আমি একান্তভাবে চাই যে আপনারা আপনাদের পবিত্র অর্থ দ্বারা ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজে সহায়তা করুন আর প্রত্যেক ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'লা যতটুকু শক্তি, ক্ষমতা ও সামর্থ্য দিয়েছেন এক্ষেত্রে অর্থ প্রদান করতে যেন কোনোরূপ দ্বিধা না করে এবং আল্লাহ্ ও তার রসূল (সা.)-এর চেয়ে নিজ সম্পদকে প্রাধান্য না দেয় ।আর অন্যদিকে আমি আমার সাধ্যানুযায়ী বিভিন্ন রচনা ও প্রবন্ধের মাধ্যমে খোদা তা'লার পবিত্রাত্মা প্রদত্ত জ্ঞান ও কল্যাণরাজিসমূহ এশিয়া এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে দিব। (ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৫১৬)

অতএব এ সকল আর্থিক কুরবানীর মাধ্যমে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর হাতে ইসলাম প্রচারের যে কাজ হওয়ার ছিল তা চলমান রয়েছে। আফ্রিকার দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের আহমদীরা নিজেদের কুরবানীর উন্নত মান প্রতিষ্ঠা করা সত্ত্বেও ইসলামের তবলীগ ও প্রচারের কাজকে শুধু নিজেদের দেশেই সুচারুরূপে সম্পাদন করার বোঝা বহনে সক্ষম নন। এজন্য ইউরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি ধনী দেশসমূহের ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার বেশিরভাগ এসব দরিদ্র দেশগুলোতে জামা'তের উন্নতির কাজে ব্যয় করা হয়। আল্লাহ্ তা'লা সেসব লোকদের

ঈমান ও বিশ্বাস এবং ধন ও জনসম্পদে কল্যাণ দান করুন যারা কোন না কোনোভাবে জামা'তের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন এবং সর্বদা এর জন্য প্রস্তুত থাকেন।

এখন ওয়াকফে জাদীদের নতুন বছরের ঘোষণা দেয়ার পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কুরবানীর কিছু পরিসংখ্যানও উপস্থাপন করবো, যা প্রচলিত রীতি।

আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে ওয়াকফে জাদীদের ছেষট্টিতম (৬৬) বর্ষ সমাপ্ত হয়েছে এবং সাতষট্টিতম (৬৭) বর্ষের সূচনা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত এ বছর এক কোটি উনত্রিশ লক্ষ একচল্লিশ হাজার (১,২৯,৪১,০০০) পাউন্ড আর্থিক কুরবানী করেছে। অর্থাৎ প্রায় তেরো মিলিয়ন পাউন্ড। এই আদায় পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে সাত লক্ষ আঠারো হাজার পাউন্ড বেশি।

এই বছর সামগ্রিক আদায়ের দিক থেকে ব্রিটেন প্রথম স্থানে রয়েছে। দ্বিতীয় হলো কানাডা। চাদায় অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যায় ভালো উন্নতি করেছে তারা। এই বছর এটি তাদের অনেক বড়ো অর্জন। তৃতীয়- জার্মানী, চতুর্থ আমেরিকা, পঞ্চম- পাকিস্তান, ষষ্ঠ- ভারত, সপ্তম- অস্ট্রেলিয়া, অষ্টম- মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ, নবম- ইন্দোনেশিয়া, দশম- মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ, একাদশ- বেলজিয়াম।

আফ্রিকার দেশগুলোর মাঝে প্রথম স্থানে মরিশাস। দ্বিতীয়- ঘানা, তৃতীয়- বুরকিনাফাসো, যদিও বুরকিনাফাসোর অবস্থা যথেষ্ট নাজুক; তবুও আফ্রিকায় তারা তৃতীয় স্থানে রয়েছে। চতুর্থ- তানজানিয়া, পঞ্চম- নাইজেরিয়া, ষষ্ঠ- লাইবেরিয়া, সপ্তম- গাম্বিয়া, অষ্টম- মালি, নবম- উগান্ডা, দশম- সিয়েরালিয়ন।

অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যায় আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে এ বছর চুয়াল্লিশ হাজার নতুন নিষ্ঠাবান বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের মোট সংখ্যা পনেরো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার।

অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে যারা ভাল কাজ করেছে তাদের মাঝে প্রথম- কানাডা, দ্বিতীয়- তানজানিয়া, তৃতীয়- ক্যামেরুন, চতুর্থ- গ্যাম্বিয়া, পঞ্চম- নাইজেরিয়া, ষষ্ঠ- গিনি বিসাউ, সপ্তম- কঙ্গো কিনশাসা।

আদায়ের দিক থেকে ব্রিটেনের দশটি বড়ো জামা'তের মাঝে এক নম্বরে ফার্নহ্যাম, দ্বিতীয়- উস্টার পার্ক, তৃতীয়- ওয়ালসাল, চতুর্থ- অল্ডারশাট সাউথ, পঞ্চম- ইসলামাবাদ, ষষ্ঠ- জিলিংহ্যাম অ্যাশ, সপ্তম- চিম সাউথ, অষ্টম- ইউয়েল, নবম- হনসলো সাউথ।

রিজিয়নের মাঝে এক নম্বরে বায়তুল ফুতুহ। এরপর ইসলামাবাদ রিজিয়ন, এরপর মিডল্যান্ডস। এরপর মসজিদ ফযল ও বায়তুল ইহসান।

দফতর আতফালের দিক থেকে প্রথম দশটি জামা'ত হলো- ১. অল্ডারশট সাউথ ২. ফার্নহ্যাম ৩. অল্ডারশাট নর্থ অ্যাশ ৪. ইসলামাবাদ ৫. রোয়েম্পটন ৬. ইউয়েল ৭. সাউথ চিম ৮. ম্যানচেস্টার নর্থ ৯. বার্মিংহ্যাম ওয়েস্ট ১০. ব্র্যাডফোর্ড সাউথ।

ছোট জামা'তগুলোর মাঝে স্প্যান ভ্যালি, ক্যাথলি, নর্থ ওয়েলস, নর্থ হ্যাম্পটন, সোয়ানজি।

কানাডার ইমারতগুলোর মাঝে এক নম্বরে ভন তারপর যথাক্রমে ক্যালগেরি ও পিস ভিলেজ, ভ্যাঙ্কুভার, তারপর ব্র্যাম্পটন ওয়েস্ট, এরপর টরন্টো।

দশটি বড়ো বড়ো জামা'ত গুলোর মধ্যে হচ্ছে, মিলটন ইস্ট, মিলটন ওয়েস্ট, হ্যামিলটন, এডমিন্টন ওয়েস্ট, ডার্হাম ওয়েস্ট, অটোয়া ওয়েস্ট, রিজাইনা, ইনেসফিল্ড, অ্যাবটসফোর্ড, নিউফাউন্ডল্যান্ড।

দফতর আতফাল দপ্তরের দিক থেকে যে-সব ইমারত উল্লেখ যোগ্য সেক্ষেত্রে প্রথম হলো ভন। এরপর যথাক্রমে পিস ভিলেজ, টরেন্টো ওয়েস্ট, ভ্যাঙ্কুভার, ক্যালগেরি এবং মিসিসাগা।

জামা'তের মধ্যে দফতর আতফালে ডার্হাম ওয়েস্ট প্রথম স্থানে আছে। এরপর মিলটন ওয়েস্ট, হাদিকা আহমদ, মন্ট্রিয়াল ওয়েস্ট, হ্যামিল্টন মাউনটেন।

জার্মানির ইমরাত গুলোর মধ্যে হামবুর্গ প্রথম স্থানে আছে। তারপর ফ্রাঙ্কফুর্ট, উইসবাডেন, গ্রোস গেরাও, রেডস্টুট।

শীর্ষ দশটি জামা'ত গুলো হচ্ছে রোডমার্ক, রোডগাও, নিডা, ফ্রিডবার্গ, ফ্লোরেন্স হাইম, নইস, মায়েন্স, মাহদীয়াবাদ, ওসনো ব্রুক, বারলিন এবং কোবলেঞ্জ।

দফতর আতফালের ক্ষেত্রে মানহায়েম এক নাম্বারে এরপর ডিটসেনবাখ, হেসেন সাউথ-ওয়েস্ট, রাইন ল্যান্ড ফল্‌স ওয়েস্ট।

আমেরিকার ১০ টি জামা'তের মধ্যে লস অ্যাঞ্জেলেস প্রথম স্থানে রয়েছে। এরপর মেরিল্যান্ড, নর্থ ভার্জিনিয়া, সিয়াটল, সিলিকন ভ্যালি, বোস্টন, অসটিন, অসকোশ, মিনিসোটা এবং পোর্টল্যান্ড।

দফতর আতফাল এর মধ্যে সিয়াটল, লস অ্যাঞ্জেলেস, মেরিল্যান্ড, সাউথ ভার্জিনিয়া, ক্লিভল্যান্ড, অস্টিন, সিলিকন ভ্যালি, অসকোশ, ইন্ডিয়ানা, যায়ান।

পাকিস্তানের জামা'ত গুলোর মধ্যে প্রথম স্থানে লাহোর, দ্বিতীয় রাবওয়া, তৃতীয় করাচি। আর জেলার ভিত্তিতে পূর্ণ বয়স্কদের মধ্যে ইসলামাবাদের নাম আমি শহরগুলোর মধ্যে প্রথম বলেছিলাম, এখন জেলার মধ্যেও প্রথমে আছে ইসলামাবাদ, এরপর ফয়সালাবাদ, গুজরানওয়ালা, গুজরাত, সারগোদা, ওমরকোট, মুলতান, হায়দারাবাদ, মিরপুর খাস, ডেরাগাজি খান।

দফতর আতফালের মধ্যে তিনটি বড়ো জামা'ত হচ্ছে প্রথমে লাহোর, এরপর রাবওয়া আর তৃতীয়তে আছে করাচি।

দফতর আতফাল জেলার দিক থেকে প্রথম স্থানে আছে ইসলামাবাদ, এরপর ফয়সালাবাদ, নারওয়াল, সারগোদা, ওমরকোট, গুজরানওয়ালা, মিরপুর খাস, গুজরাত, হায়দারাবাদ, শেখোপুরা।

পাকিস্তানে মুদ্রার মান অনেক কমে গেলেও আল্লাহর রহমতে তারা তাদের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি করেছে এবং অনেক কুরবানী করেছে।

ভারতের শীর্ষ ১০টি প্রদেশ হলো, কেরালা, তামিলনাড়ু, জম্মু কাশ্মীর, তেলেঙ্গানা, কর্ণাটক, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লী এবং মহারাষ্ট্র।

চাঁদা সংগ্রহের দিক থেকে ভারতের শীর্ষ দশটি জামা'ত হলো যথাক্রমে- হায়দ্রাবাদ, কোম্বেটুর, কাদিয়ান, কালীকাট, মানজিরী, বেঙ্গালুরু, মেলাপালিয়ালাম, কলকাতা, কেরোলাই এবং কেরেঙ্গ।

অস্ট্রেলিয়ার প্রাপ্ত বয়স্কদের মাঝে শীর্ষ ১০টি জামা'ত হলো, মেলবোর্ন লঙ্গওয়ারেন, ক্যাসেল হিল, মার্সডেন পার্ক, লোগান ইস্ট, মেলবোর্ন বেরভিক, প্যানরিথ, পার্থ, মেলবোর্ন ক্লাইড, প্রামাটা এবং এডিলেইড ওয়েস্ট।

আল্লাহ্‌ তা'লা এই সকল আর্থিক কুরবানীকারীদের ধনসম্পদে ও প্রাণে প্রভূত বরকত দান করুন।

ফিলিস্তিনীদের জন্য তো আমি দোয়ার তাহরিক করেই যাচ্ছি, এখনও তাদেরকে দোয়ায় স্মরণ রাখবেন। নিজ পরিচিতদের মাঝে তাদের অধিকারের বিষয়ে আওয়াজ তুলতে থাকুন। লোকদেরকে বলতে থাকুন বিশেষ করে রাজনীতিবিদদেরকে বলুন, যেভাবে পূর্বেও আমি স্মরণ করিয়েছিলাম। ইসরাঈলী সরকার নিজেদের অত্যাচার থেকে বিরত হবে বলে মনে হচ্ছে না, বরং এখনতো তারা সৈনিকদেরকে বার্তা দিয়েছে যে ২০২৪ সালও যুদ্ধের বছর। আল্লাহ্ তা'লা ফিলিস্তিনীদের প্রতি দয়া করুন। এখনতো ধারনা করা হচ্ছে পুরো অঞ্চলে যুদ্ধ ছড়িয়ে পরার সম্ভাবনা রয়েছে আর বিশ্বযুদ্ধও সংঘটিত হতে পারে। বৈরুতের আশপাশেও তারা বোমা বর্ষণ শুরু করে দিয়েছে। তারা এখন ক্রমশ সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। যদিও বাহ্যত মার্কিন সরকার তাদেরকে বলছে, নিজেদের যুদ্ধের পরিধি সীমিত কর, কিন্তু বাহ্যত এটি তাদের কথার কথা মনে হচ্ছে। এটি তারা চাপা স্বরে বলছে। তাদের আসল উদ্দেশ্য মনে হচ্ছে গাজা থেকে ফিলিস্তিনীদেরকে উৎখাত করে দেয়া আর পুনরায় তাদের ভূমি দখল করে নেয়া। আল্লাহ্ তা'লা ফিলিস্তিনীদের প্রতি দয়া করুন আর মুসলমানদের প্রতিও দয়া করুন। তাদেরকেও বিবেক বুদ্ধি দান করুন। আর এদিকেও যেন তারা দৃষ্টিনিবদ্ধ করে যে, যুগের ইমামের আহ্বান যেন শুনে ও তাঁকে মান্য করে।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)